যুগান্তর

তারিখ ১০ JUL 2017
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

এমপিও থেকে বাড়তি চাঁদা আদায়

অবসর বোর্ড ও কল্যাণ ট্রাস্ট সদস্য সচিবকে তলব

যুগান্তর রিপোর্ট

এমপিও থেকে অবসর বোর্ড ও কল্যাণ ট্রাস্ট খাতে বাড়তি চাঁদা আদায়ের সিদ্ধান্তে শিক্ষকদের অসন্তোষে চিন্তিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়। রোববার শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ অবসর সুবিধা বোর্ড ও কল্যাণ ট্রাস্টের দুই সদস্য সচিবকে তলব করেন। ঢাকায় না থাকায় অবসর বোর্ডের অধ্যক্ষ শরীফ আহমদ সাদী যেতে পারেননি। ডাক পেয়ে কল্যাণ ট্রাস্টের সদস্য সচিব অধ্যক্ষ শাহজাহান আলম সাজু সাক্ষাৎ করেন। এ সময় ভুল বুঝিয়ে বেসরকারি শিক্ষকদের কাছ থেকে বাড়তি চাঁদা আদায়ের সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য মন্ত্রী শিক্ষক নেতাদের দায়ী করেন। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে অধ্যক্ষ সাজু তলবের কথা অস্বীকার করেন। তিনি যুগান্তরকে বলেন, 'ঈদের পর মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়নি। তাই শুভেচ্ছা বিনিময় করতে গিয়েছিলাম। সাক্ষাতে কিছু কথা হয়েছে। তিনি (মন্ত্রী) অবসর ও কল্যাণ ট্রাস্ট খাতে চাঁদা আদায়, শিক্ষকরা কী হারে সুবিধা পান ইত্যাদি বিধি-বিধান জানতে চেয়েছেন।' উল্লিখিত সংস্থার মাধ্যমে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসর ও কল্যাণ সুবিধা দেয়া হয়ে থাকে। এ লক্ষ্যে তাদের এমপিওর অর্থ থেকে আগে ৬ শতাংশ হারে অর্থ কেটে রাখা হতো। তবে সম্প্রতি নেয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আরও ৪ শতাংশ বাড়িয়ে ১০ শতাংশ করা হয়। সংশ্লিষ্টরা জানান, এই বাড়তি টাকা দেয়ার বিনিময়ে চাকরি শেষে তারা অতিরিক্ত কোনো আর্থিক সুবিধা পাবেন না। এ নিয়েই ক্ষোভে ফুঁসছেন শিক্ষকরা। এরই মধ্যে সরকারপন্থীসহ বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। সরকারপন্থী শিক্ষকদের একটি সংগঠন আগামী বুধবার ঢাকাসহ সারা দেশে মানববন্ধনের ডাক দিয়েছে। এ ছাড়া গত কয়েক সপ্তাহ ধরে ফেসবুকসহ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নানাভাবে ও ভাষায় অসন্তোষ প্রকাশ করে আসছেন।

এসব পরিস্থিতি নিয়ে ৪ জুলাই যুগান্তরে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। শিক্ষামন্ত্রী তখন সিলেটে নিজের নির্বাচনী এলাকায় অবস্থান করছিলেন। সেখান থেকে ঢাকায় ফিরে রোববারই প্রথম অফিস করেন। এদিনই অবসর বোর্ড ও কল্যাণ ট্রাস্টের সদস্য সচিবদের তলব করেন। অধ্যক্ষ সাজু যুগান্তরকে বলেন, চাঁদা বাড়ানো নিয়ে শিক্ষকরা যেসব হিসাব তুলে ধরছেন তা সঠিক নয়। অনেকেই খুব অল্প টাকা দিয়ে বেশি হারে সুবিধা পাবেন। তিনি বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা বিব্রতকর পরিস্থিতির মধ্যে আছি। সরকার শিক্ষক নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেই চাঁদা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অথচ মিটিংয়ে বসে সম্মানি নিয়ে চাঁদা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত দিয়ে যাওয়া শিক্ষক নেতারাও এখন অস্বীকার করছেন। এটা অপ্রত্যাশিত। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বাড়তি চাঁদার কী হবে বা এ পরিস্থিতিতে কী করণীয়, তা রোববার পর্যন্ত নির্ধারিত হয়নি।